ম্যারাডোনাকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে হলুদ কার্ড পেলেন মেসি!

বর্তমান ফুটবলের অন্যতম মহাতারকা আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি হলুদ কার্ড পেলেন তার গুরু আরেক মহাতারকা ও আর্জেন্টাইন সুপারস্টার সদ্য প্রয়াত দিয়েগো ম্যারাডোনাকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে।

গোল করার পর ম্যারাডোনার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে বার্সার জার্সি খুলে ফেলেন লিওনেল মেসি। জার্সি খুলতেই বেরিয়ে আসে লিওয়েলস ওল্ড বয়েজের জার্সি নম্বর ১০, যে জার্সি পরে ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় খেলেছেন ‘ফুটবল ঈশ্বর’ম্যারাডোনা। আর মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও শুরু হয়েছিল ওল্ড বয়েজেই।

এরপর দুই হাত বাড়িয়ে সাবেক গুরুর প্রতি ভালোবাসার চুম্বনও ছুড়ে দেন মেসি। কিন্তু মাঠের রেফারি বিষয়টি আবেগের দৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বার্সা অধিনায়ককে হলুদ কার্ড দেখান।

এতে অবশ্য তার দোষ নেই। কারণ নিয়ম এটাই। কিন্তু এই হলুদ কার্ড দেখিয়ে স্বস্তিতে নেই রেফারি। তিনি নিজেই চান, ফিফা যেন মেসির হলুদ কার্ড প্রত্যাহার করে নেয়।

ঘটনাটি ঘটে রবিবার দিবাগত রাতে স্প্যানিশ লিগে বার্সেলোনা বনাম ওসাসুনার ম্যাচে। ম্যাচটি কাতালানরা জেতে ৪-০ গোলে। দলের হয়ে দুর্দান্ত একটি গোল করেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। গোলটি করে তা প্রয়াত ম্যারাডোনাক উৎসর্গ করার জন্য বার্সার জার্সি খুলে ভেতরে থাকা ওল্ড বয়েজের জার্সি পরে হাত দুটো উপরে তুলে ধরেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। প্রিয় গুরুকে গোল উৎসর্গ করতে গিয়ে বার্সার জার্সি খোলায় নিয়ম অনুযায়ী হলুদ কার্ড দেখতে হয়েছে মেসিকে।

তবে ম্যাচের রেফারি অ্যান্তোনিও ম্যাতিউ অনুশোচনায় পুড়ছেন মেসিকে হলুদ কার্ড দেখানোর পর থেকে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মেসির সেই হলুদ কার্ড প্রত্যাহার করে নেবে ফিফা।

রেফারি ম্যাতিউ বলেন, “আমি যখন হলুদ কার্ডটি বের করার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি, আমার হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছিল। আমার মনে হয় ফিফার এই নিয়মটার (জার্সি খুললে হলুদ কার্ড) ব্যতিক্রম নিয়ম তৈরি করা উচিত। যখন কেউ কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন (ব্ল্যাক লাইভস মেটার) সমর্থন করে কিংবা কেউ কোনও কিংবদন্তিকে সম্মান জানায়, তখন ফিফার উচিৎ এটি ক্ষমা করে দেওয়া।

আমি শুধুমাত্র আমার দায়িত্ব পালন করেছি। নিয়ম ভঙ্গ করায় হৃদয়ভাঙা কষ্ট নিয়েই আমি কার্ডটি দেখাতে বাধ্য হয়েছি। ম্যারাডোনা একজন কিংবদন্তি ফুটবলার ছিলেন। আমি আশা করব লা লিগা অথবা ফিফা মেসির এই হলুদ কার্ডটি প্রত্যাহার করে নেবে।”

এসময় রেফারি মেসির সমর্থকদের প্রতি কার্ড দেখানোর এই বিষয়টি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখার অনুরোধ জানান।

গত কয়েকদিন ধরেই পুরো বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গন শোকের ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। বুধবার (২৫ নভেম্বর) আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। তার এই চলে যাওয়াটা পুরো ক্রীড়াঙ্গনে মন খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের প্রায় সব ফুটবল লিগে ম্যাচ শুরুর আগেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

চেলসির সঙ্গে ড্র, শীর্ষে ফিরলো টটেনহ্যাম

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার রাতে চেলসির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে টটেনহ্যাম হটস্পার। চেলসি বল দখলে এগিয়ে থাকলেও জালের নাগাল পায়নি টটেনহ্যামের। অবশ্য উভয় দলই হার এড়াতে রক্ষণাত্মক পন্থা অবলম্বন করে খেলেছে।

এদিকে, এই ড্রয়ে লিভারপুলকে গোল ব্যবধানে পেছনে ফেলে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে হোসে মরিনহোর শিষ্যরা। ১০ ম্যাচ থেকে টটেনহ্যামের সংগ্রহ ২১ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ থেকে লিভারপুলের

সংগ্রহও ২১ পয়েন্ট। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে আছে টটেনহ্যাম। অন্যদিকে সমান ম্যাচ থেকে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

অবশ্য টটেনহ্যাম কোচ হোসে মরিনহো এমন ড্রয়ে খুশি হতে না পারলেও অসন্তুষ্ট নন। ম্যাচ শেষে তিনি যেমনটা বলেছেন, ‘এই ম্যাচ থেকে যে জিনিসটি আমি নিতে পারি সেটা হলো সাধারণত ড্র একটি ইতিবাচক ফল। আর এমন ড্রয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান নেওয়াটাও ইতিবাচক ব্যাপার।

তবে ড্রেসিং রুম এই ফলে খুশী নয়। আমরাও খুশি নই। তবে আমার জন্য ব্যাপারটা দারুণ। কারণ, খেলোয়াড়দের মানসিকতা বদলাচ্ছে।’

ঝিনাইদহে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে ।

গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহের এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম,

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সরকারি কমিশনার (ভূমি) খান মোঃ আব্দুল্লা আল মামুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম বিশ্বাস, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ।

উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা উপজেলা দল । এ টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে জেলার ৬ উপজেলার ভলিবল দল অংশগ্রহণ করবে।

কুষ্টিয়ায় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন পাবনা

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় পাবনা ৩-১ গোলে রাজবাড়ী জেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলায় ১০ হাজারেরও বেশি দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন। জেলা ভিত্তিক এই প্রথম বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। খেলায় দেশের নামীদামী খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বিদেশী খেলোয়াড়ও অংশ নেয়। তবে প্রত্যান্ত অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে লাইট জ্বালিয়ে এ খেলা এলাকার ফুটবল দর্শকদের উদ্বেলিত করে তুলেছে।

পরে খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম।

এসময় মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আণোয়ারুজ্জামান বিশ্বাস

মজনু, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম সবেদ, ডাঙ্গাপাড়া যুব সমাজের প্রধান আনিচুর রহমান জোয়ার্দ্দারসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজক কমিটির সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, ফুটবল বাঙলীদের প্রিয় খেলা। এ খেলা দেখতে দর্শকরা মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই এবারই প্রথম আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায় ব্যাতিক্রমভাবে এ খেলার আয়োজন করেছি।

বিভিন্ন জেলার সমন্বয়ে আমরা জেলা পর্যায়ের খেলা এই প্রত্যান্ত অঞ্চলে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে ফাইনাল খেলায় যে পরিমান দর্শক এসেছে তা সত্যি অবাক করার মতো বিষয়। শীতের সময় রাতের বেলা দুরদুরান্ত থেকে এসেছে ফুটবল খেলা দেখার জন্য।

উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টে ঝিনাইদহের জয়

ঝিনাইদহ সদরের সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে কালিগঞ্জ হেলাই একাদশের বিপক্ষে পেনাল্টিতে জয় পেয়েছে ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

আজকের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশের গোলকিপার মোঃ সোহান।

খেলায় প্রথমার্ধে একটি গোল করে এগিয়ে যায় কালিগঞ্জ হেলাই একাদশ, পরবর্তীতে দ্বিতীয়ার্ধে দেয়া অতিরিক্ত তিন মিনিটে একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ। পরবর্তীতে পেনাল্টি অনুষ্ঠিত হলে ৪-২ গোলের ব্যবধানে জয় পায় ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

খেলা শেষে সেরা খেলোয়াড়-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন

রেজা সাঈদ, ত্রিমোহনী মিল মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আরশাদ আলী।

খেলাটির আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব।

এলপিএলে আফ্রিদির ব্যাটিং তাণ্ডব

শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) রীতিমতো ব্যাটিং তাণ্ডব চালিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। গল গ্ল্যাডিয়েটর্সের ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন তিনি।

এ তারকা অলরাউন্ডারের ব্যাটিং ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়েছে জাফনা স্ট্যালিয়নসের বোলিং লাইনআপ। একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র ২৩ বলে খেলেছেন ৫৮ রানের ইনিংস।

শুক্রবার হাম্বানটোটার মাহিন্দ্র রাজাপাকশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এলপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে জাফনা স্ট্যালিয়নসের বিপক্ষে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শহীদ আফ্রিদি।

ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৯২ রান করেছিল গল। পরের ওভারের প্রথম বলেই সাজঘরে ফেরেন ভানুকা রাজাপাকশে, উইকেটে আসেন আফ্রিদি।

ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আফ্রিদি আউট হওয়ার সময় গলের সংগ্রহ ১৫৫ রান। তিনি উইকেটে আসার পর ২৯ বল থেকে ৬৩ রান করে গল। যেখানে আফ্রিদির একার অবদানই ২৩ বলে ৫৮ রান।

বিনুরা ফার্নান্দোর করা ১৬তম ওভারে মোট তিনটি চার মারেন তিনি। এরপর কাইল অ্যাবটের করা ১৭তম ওভারে ডিপ মিডউইকেট ও ফাইন লেগ দিয়ে মারেন জোড়া ছক্কা।

মূল তাণ্ডবটা চালান আরেক দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার ডুয়াইন অলিভারের

করা ১৮তম ওভারে। এই ওভারে প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা হাঁকালে মাত্র ২০ বলে পঞ্চাশ পূরণ হয় আফ্রিদির।

পরে পঞ্চম বলে এক্সট্রা কভার দিয়ে হাঁকান নিজের ষষ্ঠ ছক্কা। তবে শেষ বলে তাকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানিয়ে সাইক্লোনটি থামিয়ে দেন অলিভার।

আফ্রিদির এই ৫৮ রানের ঝড়ের সুবাদে গলের দলীয় সংগ্রহ গিয়ে পৌঁছায় ৮ উইকেটে ১৭৫ রানে। পরে দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের প্রদর্শনী করে নিজের ৪ ওভারে মাত্র ২০ রান খরচ করেন আফ্রিদি।

তবে আফ্রিদির ব্যাটিং তাণ্ডবের দিনে ম্যাচটি জিততে পারেনি গল। খুব সহজেই ১৭৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে জাফনা।

ম্যারাডোনার সম্পদ পেতে পারেন যারা

পুরো বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনা। বুধবার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা।

কিন্তু প্রিয় তারকার হঠাৎ চলে যাওয়া মানতে পারছেন না তার ভক্ত-সমর্থকরা। আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তির শেষ যাত্রায় করোনাভীতি উপেক্ষা করেই নেমেছিল মানুষের ঢল।

পুলিশ দিয়েও এই ঢল ধরে রাখা যায়নি। বরং দফায় দফায় ম্যারাডোনার ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। প্রাণের প্রিয় তারকাকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়ে আবেগে যে কিছুতেই বাধ দিতে পারছিলেন না তারা।

তবে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়ায় সম্পদের উত্তরাধিকারী কে হবেন? ম্যারাডোনা তার উত্তরসূরী নির্বাচন করে গেছেন কি না, সেটি এখন

পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেরই সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। সে হিসেবে কারা হতে পারেন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেটি জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক্লদিয়া ভিয়াফেইন

ম্যারাডোনার ১৬ বছর বয়স থেকে ক্লদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তার। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন তার স্ত্রী। ক্লদিয়া হচ্ছেন ম্যারাডোনার উত্থান-পতনের সাক্ষী, যিনি তাকে বিশ্বকাপ জিততে দেখেছেন। তবে দুজনের সম্পর্কটা বেশ বাজেভাবেই শেষ হয়।

ডালমা ও জিয়ানিনা

ডালমা ও জিয়ানিনা হলেন ম্যারাডোনা ও ক্লদিয়া সন্তান। মা-বাবার সম্পর্কের বাজে পরিণতির ছাপ পড়ে তাদের জীবনেও। তবে ম্যারাডোনা তার এই দুই সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

ডালমা ও জিয়ানিনা ছাড়াও ম্যারাডোনার আরো ৩ সন্তান আছে। তারা হলেন হানা, দিয়েগো জুনিয়র ও দিয়েগো ফার্নান্দো। তবে এই তিন সন্তানের মায়েদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না ম্যারাডোনার।

ম্যারাডোনার বান্ধবীরা

শেষ সন্তানের মা ভেরোনিকা ওজেদার সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক ছিল ম্যারাডোনার। এর আগে রোচিও ওলিভা নামে তার আরেকজন বান্ধবী ছিল। ওলিভার সঙ্গে দুবাই, বুয়েন্স আয়ার্স ও মেক্সিকোতে বেশ সুসময় কাটিয়েছেন ম্যারাডোনা। তবে এই জুটির কোলে কোনো সন্তান আসেনি।

মাতিয়াস মোরলা

তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী। মৃত্যুর পর মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তবে দিয়েগো তাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার শেষ সময়ের অন্যতম সাক্ষী।

লিওপোলদো লুকু

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। অপারেশন রুমে থাকলেও শেষ মুহূর্তে লুকু তাকে অপারেট করতে পারেননি। ম্যারাডোনার সবশেষ জীবন্ত ছবিটা পোস্ট করেছেন তিনি এবং বেশ বিতর্কিতও হয়েছেন।

ম্যাক্সি

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী মোরলার সৎ ভাই ছিলেন তিনি। বেশ দুঃসম্পর্কের মনে হলেও ম্যারাডোনার বেশ কাছেই ছিলেন তিনি। বিশেষ করে দিয়েগোর দুঃসময়ে সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিলেন ম্যাক্সি। এমনকি মৃত্যুর দিনও ঘরে ছিলেন ম্যাক্সি।

এছাড়া জোনাথন এসপোসিতো নামে দিয়েগোর একজন ভাগনে আছেন। তিনিও হতে পারে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার।

মৃত্যুর আগে ম্যারাডোনাকে চিকিৎসা না দিয়ে ১২ ঘণ্টা ফেলে রাখার অভিযোগ

ফুটবলের জাদুকর দিয়াগো ম্যারাডোনাকে মৃত্যুর আগে চিকিৎসা না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ তখন অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করে- এমন দাবি করেছেন কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু।

ম্যারাডোনার আইনজীবী বন্ধু এ দাবি করেছেন বলে বৃহস্পতিবার সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল।

খবরে বলা হয়েছে, কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু ম্যাটিস মোরলা অভিযোগ তুলেছেন, ম্যারাডোনার মৃত্যুর দিন (বুধবার) তাকে ১২ ঘণ্টা কোনো চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়নি এবং তিনি যখন অসুস্থ তখন তাকে নিতে আসা অ্যাম্বুলেন্স প্রায় ৩০ মিনিট দেরি করে। এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তার ব্রেইনে সার্জারি করা হয়েছিল।

ম্যাটিস মোরলা এ ঘটনাকে ম্যারাডোনার ‘বোকামিমূলক অপরাধ’ হিসেবে উল্লেখ করে এর তদন্ত দাবি করেছেন।

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ডিয়েগো ম্যারাডোনা বুধবার মারা যান। তার মৃত্যুর নানা আনুষ্ঠানিকতা চলছে। ইতোমধ্যে লাশের

ময়নাতদন্তও সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় সময় ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। শেষকৃত্যের জন্য এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ম্যারাডোনার মৃত্যু নিয়ে বুধবার যা জানানো হয়েছিল ময়নাতদন্তে সেটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। জানা গেছে, তার হৃদ্রোগেই মৃত্যু হয়েছে এবং ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা যান।

২০০০ সাল থেকেই নাকি হৃদ্রোগে ভুগছিলেন ম্যারাডোনা, আর গুরুতর রূপ নেওয়া এই শারীরিক সমস্যাই তার অন্তিম যাত্রার কারণ হলো।

আমঝুপি বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টে দামুড়হুদা সেমিফাইনালে

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীর উদ্যোগে আমঝুপি মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ফুটবল টর্নামেন্টে দামুড়হুদা একাদশ ৩য় দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ৩য় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় দামুড়হুদা একাদশ ৪-০ গোলে রায়পুর শাপলা ক্লাবকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে সায়েম, ইমরান, বিল্টু ও সুমন একটি করে গোল করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের সুমন ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীর ক্রীড়া সম্পাদক সোহেল রানা সবুজ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এর পুরস্কার বিতরণ করেন।

এর আগে রেফারি আসিক দামুড়হুদা একাদশের কোচ সদুকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। দামুড়হুদার কোচ সদু অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে বারবার মাঠে প্রবেশ করায় রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখান।

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বাণিজ্যিক দাপটে খেলাধুলার জগতও এখন একটা ঘেরাটোপের মধ্যে চলে। দুনিয়া কাঁপানো ক্রীড়া সেলিব্রেটিরা সেকারণেই কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে মত জানাতে থাকেন আড়ষ্ট। তাদের চলতে হয় কতগুলো নিয়মের মধ্যে। ম্যারাডোনা এসব তোয়াক্কা করতেন না। বাণিজ্যিক মোড়লদের চোখ রাঙানি এড়িয়ে ফিদেলের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেকবারই প্রচার করতে দেখা গেছে তাকে। ভুল হোক, ঠিক হোক ম্যারাডোনা তার চিন্তার জায়গায় ছিলেন স্পষ্টবাদী। রাখঢাক করতে দেখা যায়নি তাকে।

স্কিলের মুন্সিয়ানায় বিশ্বের সবচেয়ে রোমাঞ্চ ছড়ানো একজন ক্রীড়াবিদ তিনি। তবে ক্রীড়াবিদের পরিচয়ের গন্ডির বাইরে গিয়ে খেয়ালি, পরোয়া না করা চরিত্রের কারণে আলাদা হয়ে থাকবেন দিয়াগো। ফিদেলের চোখে, ‘ফুটবলের চে গুয়েভারা তিনি।’